কৃষি সমাচার

কৃষিই সমৃদ্ধি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৩ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০১৯ খ্রি. ❑ ১৬ কার্তিক -১৭ পৌষ ❑ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
তুলসী রঞ্জন সাহা
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আরিফ
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শ্রেষ্ঠ ও গৌরবের দিন, জাতির অহংকার ও আনন্দময় 'বিজয় দিবস'। ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রাণ, লক্ষ-লক্ষ মা বোনের অশ্রু, সম্ভ্রম ও রক্তের বিনিময়ে এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই বাঙালি অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বাঙালির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও মর্যাদা রক্ষার এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে অন্তর্নিহিত প্রেরণা ছিল সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা, সোনার বাংলা গড়ে তোলা। জাতির পিতা এ স্বপ্নই আমৃত্যু লালন করেছেন। স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মধ্যেই ঘাতকের নির্মম বুলেটে সপরিবারে জাতির পিতার শাহাদৎবরণ, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে করেছে বিলম্বিত। এখন সেই দুঃসময় কেটে গেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নানা মাত্রিকতায় প্রাগ্রসর হয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১', 'ভিশন ২০৪১' এবং শতবর্ষ মেয়াদি 'ব-দ্বীপ পরিবল্পনা ২১০০' গ্রহণ করেছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০' অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এসব মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশের জনগণ ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগাপ্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

ভেতরের পাতায় .....

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত.....০৩

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত..... ০৪

রাজধানীতে নিরাপদ সবজির হাট কৃষকের বাজার এর উদ্বোধন ০৫

ডিএপি সারে কেজিতে দাম কমলো ৯ টাকা; প্রকৃত সাশ্রয় ১৬ টাকা..... ০৬

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচকে আরো বেশি সহজলভ্য করতে হবে.....০৭

ভূগর্ভস্থ পানি পরিবীক্ষণ (Monitoring) এর গুরুত্ব ও করণীয়..... ০৯

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিএডিসি'র সেচ পাম্প পরিচালনা কার্যক্রমের উদ্বোধন.....১২

সবজি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে বিএডিসির সবজি ও মৎস্য হিমাগারের কার্যক্রম বৃদ্ধি ১৩

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি..... ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল : pro@badc.gov.bd, prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-তে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মহান বিজয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিএডিসিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামসহ উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। এ সময় বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকতাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর কৃষি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর কৃষি ভবন, সেচভবন ও বীজ ভবনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং কৃষি ভবনের সম্মুখে বিভিন্ন রং এর পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এর নেতৃত্বে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পন করেন। শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে ১৭ ডিসেম্বর বিএডিসি'র আওতাধীন সকল মসজিদ এবং কৃষি ভবনের নামাজ কক্ষে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামসহ উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বি-এডিসি'র অবদান
বাড়ায় খাদ্য পুষ্টি
জীবন মান

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার হলে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবুল কাশেম মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আরিফ, সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা।

এছাড়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মুহাঃ আজাহারুল ইসলাম, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব পলাশ হোসেন, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন বিএডিসি সিবিএ এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব জান মোহাম্মদ।

আলোচনা সভায় আলোচকের বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবুল কাশেম মিয়া

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধো সংসদ, বিএডিসি প্রতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম, বিএডিসি অফিসার্স ফোরামের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক জনাব আবু তৈয়ব মিয়া, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মর্তুজা সিদ্দিকী এবং বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির আহবায়ক জনাব আনোয়ারুল কাদির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়ার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল গণতান্ত্রিক দেশ গঠনের। বিএডিসি দেশের উন্নয়নের অংশীদার। বর্তমান সরকার বিএডিসিকে গড়েছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদেরকে দ্বিগুন খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য দিতে হবে। কৃষিকে আধুনিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। বিএডিসিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মনিটরিং করা হবে। বিএডিসি পলিশেডে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করছে যা দেখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী অভিভূত। ২০৪১ সালে বাংলাদেশে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।

রাজধানীতে নিরাপদ সবজির হাট 'কৃষকের বাজার' এর উদ্বোধন

কৃষকের বাজার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, কৃষি উন্নয়নে গবেষণায় সাফল্যের ফলে দেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্ত। কৃষক দরদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা কৃষকের প্রতি তাঁর যে দরদ তার প্রমাণ আবারও রেখেছেন ৫ম বারের মত সারের মূল্য হ্রাস করে। এটি বঙ্গবন্ধু'র কন্যার দ্বারাই সম্ভব। এখন আমাদের লক্ষ্য নিরাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজকে নিরাপদ সবজির জন্য কৃষকের বাজার এর আয়োজন। বিগত এক বছর ধরে এসব কৃষকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে তাদের উৎপাদিত পণ্য এই হাটে ভোক্তাদের জন্য আনা হয়েছে। এই বাজারে বিক্রির জন্য যে সবজি আনা হয়েছে এতে কোন ধরনের সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয়নি। গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ এর বিএডিসি'র সেচ ভবন চত্বরে কৃষকের বাজার, কৃষক কর্তৃক সরাসরি বাজারজাতকৃত নিরাপদ সবজির হাট এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, FAO এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ইউসুফ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নিরাপদ খাদ্যের জন্য সচেতনতার বেশি প্রয়োজন। কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানসহ এই শিল্পটি প্রসারিত হবে। এবছর এই হাটে ভোক্তাদের যে সাড়া পড়েছে আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই হাটের আয়োজন করা হবে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলার দুটি করে গ্রামকে নিরাপদ সবজির গ্রাম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি জেলার বাজারে একটি করে নিরাপদ সবজি কর্নার থাকবে যেখানে চাষী নিরাপদ সবজি বিক্রি করবে। এতে করে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন। ভবিষ্যতে এ বাজার সাত দিনব্যাপি করা হবে। এ বাজারের পণ্যের মানের তদারকি করছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

কৃষি সচিব বলেন, পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়া কৃষকের অধিকার। সরকার কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মেলা উদ্বোধনের পরে মাননীয় মন্ত্রী মেলার স্টল পরিদর্শন করেন এবং স্টলের কৃষক ভাইদের সাথে কথা বলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, বিএডিসি'র চত্বরে কৃষকের বাজার এর অনুষ্ঠান হচ্ছে, এটা বিএডিসি'র জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। বিএডিসি যশোরের গদখালীতে নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন করছে। বিএডিসি'র ৮০ হাজার চুক্তিবদ্ধ চাষী আছে। আমরা ঢাকা শহরের জনগণের জন্য নিরাপদ সবজি সরবরাহ করছি।

কৃষকের বাজার এর উদ্বোধন শেষে স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

ডিএপি সারে কেজিতে দাম কমলো ৯ টাকা; প্রকৃত সাশ্রয় ১৬ টাকা

কৃষকের স্বার্থে ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমাতে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার ডিএপি (ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট) সারের দাম প্রতি কেজিতে ৯ টাকা কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করেছে। গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ বুধবার সচিবালয়ে সারের মূল্য হ্রাসের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এ ঘোষণা দেন। এ সময় কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জানুয়ারি ২০০৯ সালের পূর্বে ডিএপি সারের প্রতি কেজির দাম ছিল ৯০ টাকা। আওয়ামীলীগ সরকার গঠনের পর কয়েক দফায় ডিএপি সারের মূল্য কমিয়ে প্রতি কেজি ২৫ টাকা নির্ধারণ করে। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিএপি সারের দাম ৯ টাকা কমিয়ে ডিলার পর্যায়ে প্রতি কেজি ১৪ টাকা ও কৃষক পর্যায়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিএপি সারের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কৃষকের ইউরিয়া সারের সাশ্রয় হবে শতকরা ৪০ ভাগ যা টাকার হিসেবে প্রায় ৭ টাকা। ফলে ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকের প্রকৃত সাশ্রয় হবে কেজি প্রতি ১৬ টাকা। এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে এবং কৃষক লাভবান হবেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস ও ডিএপি সারের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি সেটি অনুমোদন করেন।

ডিএপি সারের দাম কমানোর কারণে এ সারের ব্যবহার আরো বাড়বে। ডিএপি সারে টিএসপি ও ইউরিয়া এ'দুটি সারের গুণাগুণ থাকে বলে এতে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমবে। যে কোন ফসল বপন বা রোপণের আগে মাটিতে ডিএপি সার ব্যবহার করলে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যায়। সহজেই এ সার জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়। জমিতে পটাশ, সালফার, বোরোন এসব সারের প্রয়োজন থাকলে এগুলোর সাথে ডিএপি সার মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে। আলু আবাদে টিএসপি সারের বদলে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ১৫-২০ ভাগ ইউরিয়া কম লাগে। এতে আলুর ফলন বেশি হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে যায়। এ সার প্রয়োগ করলে গাছ শক্তিশালী হয়। ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও ফসল পুষ্ট হয়। ডিএপি সার পরিমাণ মতো ব্যবহারে মাটির কোন ক্ষতি হয় না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় জি-টু-জি পদ্ধতিতে সৌদি আরব ও মরক্কো হতে ডিএপি সার আমদানি করে। আমদানিকৃত সার বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিকট ভর্তুকি মূল্যে বিক্রী করা হয়। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিএডিসি ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানি করে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করেছে।

সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ডিএপি সারের মূল্য কেজি প্রতি ৯ টাকা কমানোর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি-কে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) পরিবার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৩৩ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০১৯ মোট ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৩৩ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৪৯ হাজার ২০৪ মে.টন, এমওপি ৭৯ হাজার ৩৮৩ মে.টন ও ডিএপি ১লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৪৬ মে.টন সার রয়েছে। এছাড়া গত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৫১ মে.টন। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৮২ মে. টন, এমওপি ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭২৩ মে. টন এবং ডিএপি ২ লক্ষ ২০ হাজার ১৪৬ মে.টন সার। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৩ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচকে আরো বেশি সহজলভ্য করতে হবে

-বিএডিসি'র সেমিনারে কৃষি সচিব

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচকে আরো বেশি সহজলভ্য করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ৫০ ভাগে উন্নীত করতে হবে। গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ বিএডিসি'র সেচ ভবন অডিটরিয়ামে আয়োজিত "বাংলাদেশের বর্তমান সেচ ব্যবস্থা এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বিএডিসি'র কার্যক্রম" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এসব কথা বলেন।

"বাংলাদেশের বর্তমান সেচ ব্যবস্থা এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বিএডিসি'র কার্যক্রম" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষজ্ঞ আলোচকের বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য পরিচালক ড. সুলতান উদ্দিন আহমেদ, বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান।

কৃষি সচিব বলেন, বিএডিসি বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে পানির অপচয় কমিয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিএডিসি'র নিজেদের উদ্যোগে সেচ এলাকা বাড়াতে হবে। কম জীবনকালের বীজের জাত ব্যবহার করে কৃষকের উৎপাদন বাড়ানো যায়। সেচের পানির অপচয় কমানোর জন্য বিএডিসিকে নতুন নতুন প্রযুক্তি কৃষকের দোঁরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আরিফ, বিএডিসি'র সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক।

"সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা" উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

সেমিনার শেষে কৃষি সচিব সেচ ভবন চত্বরে "সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা" উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। এ সময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে আর কৃষি জমি কমছে। এই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। আমাদেরকে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদন দ্বিগুন করতে হবে। পানির প্রতিটা ফোটাকে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে হবে। পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের জন্য আমাদের ফসল নির্বাচন করতে হবে। সোলার এনার্জি কাজে লাগাতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের ব্যবহার করতে হবে। দেশের চাষযোগ্য সকল জমি সেচের আওতায় এনে উৎপাদন বাড়াতে হবে। সর্বপরি কৃষি যেন আরেকটি রপ্তানির সেক্টর হয় তার জন্য কাজ করতে হবে।

টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামারে আমন ধানবীজ ফসলের গ্রো-আউট টেস্টের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বীজ উৎপাদন খামার, টেবুনিয়া, পাবনায় অনুষ্ঠিত হলো ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত আমন ধানবীজের গ্রো-আউট টেস্টের মাঠ দিবস। গ্রো-আউট টেস্টের উদ্দেশ্য হলো চাষি পর্যায়ে সরবরাহকৃত বীজের জাত বিশুদ্ধতা যাচাই করা। আমন ধানবীজের ৭টি জাতের ৮৮ টি নমুনার গ্রো-আউট টেস্টের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয়ভাবে গ্রো-আউট টেস্ট কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যুগ্মপরিচালক (বীপ্র), বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনা। উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র রাজশাহী বিভাগ ও সদর দপ্তরের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্মতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ), অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (ক.গ্রো.), অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি), অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার), প্রকল্প পরিচালক (বীউ), প্রকল্প পরিচালক (বীব্যআউপ্র) ও জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) জনাব এস এম আলতাফ হোসেন।

মাঠ পরিদর্শন শেষে যুগ্মপরিচালক (বীপ) জনাব মোঃ ওবায়দুল ইসলাম বিভিন্ন ক.গ্রো.বীজ উৎপাদন জোন ও খামারে উৎপাদিত বীজের মান নিয়ে আলোচনা করেন এবং গোপন কোড উন্মোচনের মাধ্যমে প্রেরিত নমুনার

মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদসহ অতিথিবৃন্দ

ফলাফল ঘোষণা করেন। ৮৮ টি নমুনার মধ্যে ৩৪ টি প্লটে কোন বিজাত মিশ্রণ পাওয়া যায়নি অর্থাৎ শতভাগ বিশুদ্ধ জাত পাওয়া যায়। অন্যান্য নমুনার ফলাফল নির্ধারিত মানের মধ্যে থাকায় সংস্থার সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে বীজমান অক্ষুন্ন রেখে সংস্থার সুনাম বৃদ্ধির জন্য মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং উৎপাদিত ও সংরক্ষিত সমুদয় বীজ বিক্রি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ নূর নবী সরদার চলতি বোরো মৌসুমের সমুদয় বীজ বিক্রি নিশ্চিতকরণের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিএডিসি'র শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর ৩.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী বিএডিসি'র ১ থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিএডিসি'র সেচ ভবনে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলামকে এবং ১১ থেকে ২০ গ্রেডের মধ্যে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, রংপুরে কর্মরত ট্রাকসহকারী জনাব ফারুক হোসেনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়

মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলামকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে সনদ প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

ফারুক হোসেনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে সনদ প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

ভূগর্ভস্থ পানি পরিবীক্ষণ (Monitoring) এর গুরুত্ব ও করণীয়

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা

পানির অপর নাম জীবন। পানি একটি অমূল্য সম্পদ। এ অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। পৃথিবীর দুই ভাগ (২৯%) স্থল এবং বাকি পাঁচ ভাগ (৭১%) জল। পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ ও পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে। এ পাঁচটি মহাসাগর পানির বিরাট আধার। এছাড়াও পৃথিবীতে সাগর, অসংখ্য ছোট বড় হ্রদ, নদী, খাল, নালা, বিল, ডোবা, পুকুর ও বিভিন্ন ধরনের জলাধার রয়েছে। পৃথিবীর এ পানি সম্পদকে ব্যবহারের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

ক) সুপেয়/মিঠা/স্বাদু পানি

খ) অপেয়/লবণ পানি

পৃথিবীতে মোট পানি সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৪০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। এ পানি সম্পদের মধ্যে সুপেয় পানির পরিমাণ ২.৫% এবং অপেয় পানির পরিমাণ ৯৭.৫%। বাংলাদেশে ভূ-উপরিস্থ মোট পানি সম্পদের পরিমাণ ১৩৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। তন্মধ্যে নদ-নদীতে ১০১০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার, বাকি ৩৪০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (২০০০-২৫০০ মিমি)। বাংলাদেশে পানির সর্বনিম্ন প্রবাহ ২৯ হাজার ঘনমিটার/সেকেন্ড এবং সর্বোচ্চ প্রবাহ ১৩৭.৭০ লক্ষ ঘনমিটার/সেকেন্ড। এ পানি প্রবাহে বছরে প্রায় ১৪০০ মিলিয়ন টন পলি নিয়ে আসে, যা নদীসমূহের প্লাবন ভূমি ও সাগরে জমা হয়। এ ভূ-উপরিস্থ পানি একটি নির্দিষ্ট সময় নদ-নদী, খাল-নালা, বিলে অবস্থান করে অর্থাৎ বর্ষা মৌসুম (জুন-সেপ্টেম্বর) এবং পরবর্তী সময়ে সাগর মহাসাগরে পতিত হয়। তাই আমাদের দেশে ভূ-উপরিস্থ পানি সারা বৎসর কৃষি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না (সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া)। এছাড়া ভূগর্ভে ৫৪,১০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি রয়েছে (সূত্রঃ FAO, Land Resource Appraisal of Bangladesh-2)।

১। পৃথিবীতে সুপেয় পানির অবস্থান নিম্নরূপঃ

ক) ভূগর্ভে পানির পরিমাণ- ৩০.৮%

খ) ভূ-উপরিস্থ পানির পরিমাণ- ০.৩%

গ) বরফ ও অন্যান্যতে পানির পরিমাণ- ৬৮.৯%

২। পৃথিবীতে অপেয় পানির অবস্থান নিমরূপঃ

ক) সাগর ও মহাসাগর

সূত্রঃ USGS (United States Geological Survey)

১। বাংলাদেশে ব্যবহারের দিক হতে সুপেয় পানিকে নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা যায়ঃ

ক) কৃষি কাজে ব্যবহৃত ৫৯%

খ) নৌ চলাচল ও মৎস্য চাষে ব্যবহৃত ৪০%

গ) গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত ১%

২। বাংলাদেশে বার্ষিক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন (সেক্টরওয়ারী)

ক) সেচ কাজে ৯০%

খ) গৃহস্থালী ও শিল্পে ১০%

(সূত্র : Policy Research Working Paper-8922 (World Bank Group)

আবার এ সুপেয় পানির সিংহভাগ ৫৯% সেচ কাজে ব্যবহৃত হয় । সেচ কাজে ব্যবহৃত পানির ১-৩% উদ্ভিদের বিপাকীয়, বাকি ৯৯-৯৭% প্রস্বেদন কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শস্য উৎপাদন, খাবার, গৃহস্থালী শিল্পোৎপাদন, মৎস্য ও পশুপালনে প্রতিটি ক্ষেত্রে পানির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এ পানি সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে দশকওয়ারী সেচ মৌসুমে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি উত্তোলনের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো।

সেচ মৌসুমে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি উত্তোলনের পরিসংখ্যান

সেচ মৌসুম	ভূগর্ভস্থ পানি সেচ		ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ	
	সেচকৃত এলাকা (হেক্টর)	উত্তোলিত পানি (মিলিয়ন কিউবিক মিটার)	সেচকৃত এলাকা (হেক্টর)	উত্তোলিত পানি (মিলিয়ন কিউবিক মিটার)
১৯৬৯-৭০	১৩,০০৪	১৭.০০	২,৭৩,২২৭	৩৫৫.০০
১৯৭৯-৮০	২,৯১,১১৪	৩৭৮.০০	৮২০,৪৭০	১১৬৩.০০
১৯৮৯-৯০	১৪,৩৭,০০০	১৮৬৮.০০	১১,৩৮০০০	১৪৭৯.০০
১৯৯৯-০০	২৬,৭০,৮০০	৩৪৭২.০০	৮,৮৫,৭১০	১১৫১.০০
২০০৯-১০	৪১,২৭,৩৮৭	৫৩৬৫.০০	১০,৯০,২৩৯	১৪১৭.০০
২০১৮-১৯	৪০,৯৯,৯৯৫	৪৯২০.০০	১৪,৮৭,৪৮৭	১৭৮৫.০০

সূত্রঃ জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প, বিএডিসি ও বিএআরআই।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ১৯৭৯-৮০ সেচ মৌসুমে ২৫% ভূগর্ভস্থ পানি এবং ৭৫% ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রদান করা হয়। অপর দিকে ২০১৮-১৯ সেচ মৌসুমে ৭৪% ভূগর্ভস্থ পানি এবং ২৬% ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ প্রদান করা হয় । ১৯৭৯-৮০ সেচ মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলিত হয় ৩৭৮ মিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং ২০১৮-১৯ সেচ মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলিত ৪৯২০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার, যা ১৯৭৯-৮০ চেয়ে প্রায় ১৩ গুণ বেশি।

ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে শুধু কৃষি কাজে ৯০%, গৃহস্থালী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০% ব্যবহার করা হয়। তাই ভূগর্ভস্থ পানির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার ঠিক রাখার জন্য পানি উত্তোলনের হার কমাতে হবে। অপরদিকে, খাদ্যশস্য উৎপাদন ঠিক রাখার জন্য পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত আধুনিক সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার, খাদ্যাভাস পরিবর্তন এবং শস্য উৎপাদনে স্বল্প পানি গ্রহণকারী শস্য নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিএডিসি ১৯৮৭-৮৮ সনে আইডিএ প্রকল্পের আওতায় ৩৫ টি উপজেলায় প্রতিটিতে ১ (এক) টি করে ৩৫ টি অটোওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করে। পরবর্তীতে বিএডিসির সেচ বিভাগ ভূগর্ভস্থ পানি লেভেল পরিবীক্ষণের নিমিত্ত ১৯৯৯ সন হতে "ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক সারাদেশে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। পরবর্তীতে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১০০ টি উপজেলায় ১০০ টি এবং ২য় পর্যায়ে ৬৬টি উপজেলায় ৬৬ টি অটোওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে গ্রাফ আকারে প্রতিটি মুহূর্তে ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের ৩০০ টি নির্বাচিত উপজেলায় প্রতিটিতে ১০টি করে বিএডিসি নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা বিএডিসি'র গভীর নলকূপ ব্যবহার করে প্রায় ৩০০০টি গভীর নলকূপ থেকে সারাদেশে মাসের ১ এবং ১৬ তারিখে ভূগর্ভস্থ পানির মনিটরিং কাজ হচ্ছে। এছাড়াও যে সকল এলাকায় গভীর নলকূপ নেই, সে সকল এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরিমাপের জন্য ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৪৫০ টি নলকূপ স্থাপন করে মনিটরিং কাজ চলছে।

ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে অর্থাৎ ৪৬০টি ওয়াটার লেভেল ডাটা লগার স্থাপনপূর্বক ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং অর্থাৎ Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা আপডেট করা হচ্ছে । এছাড়াও Space Technology (ST), Remote Sensing (RS), Geophysical Survey এর মাধমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ করে, আধুনিক প্রযুক্তি যেমন: Geographical Information System (GIS) Modelling এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ, পরিবীক্ষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন, প্রচার এবং ডাটাবেজ উন্নয়ন ও সরকারকে তা অবহিত করা হচ্ছে।

তাছাড়াও সমুদ্র উপকূলবর্তী ৬০টি উপজেলায় স্যালাইনিটি ডাটা লগার স্থাপনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ লবণ পানি পর্যবেক্ষণ এবং অনুপ্রবেশ মনিটরিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূগর্ভস্থ লবণ পানির অনুপ্রবেশ এবং লবণ পানির ঘনত্ব মনিটরিং এর নিমিত্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা নিরূপণের মাধ্যমে Groundwater Salinity Concentration Map প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা আপডেট করা হচ্ছে। এছাড়া বর্ণিত প্রকল্প দ্বারা সারাদেশে ক্ষেত্রায়িত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা, সেচ খরচ, সেচের পানি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

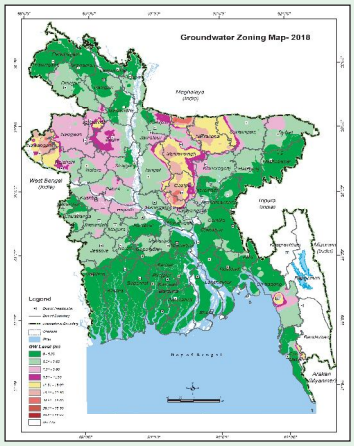

ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের অবস্থা-২০১৮

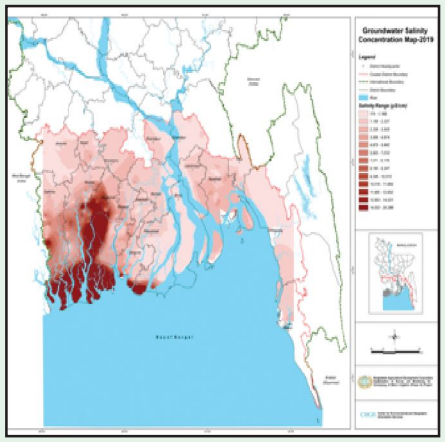

ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার ম্যাপ-২০১৯

প্রকল্পটি জাতীয় নীতি নির্ধারণী কাজে ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ডাটা ব্যাংক ব্যবহার করে সেচ সংক্রান্ত গবেষণা এবং দেশের ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

WARPO এর এক জরিপে জানা যায় বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির ৮৯% সেচযোগ্য। বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৮৫.৭৭ লক্ষ হেক্টর, তন্মধ্যে সেচযোগ্য প্রায় ৭৬ লক্ষ হেক্টর। বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্পের জরিপ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ২০১৮-১৯ সেচ মৌসুমে সেচকৃত জমির পরিমাণ ৫৫.৮৭ লক্ষ হেক্টর। তাই কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন নিরুৎসাহিতকরণ, ভূগর্ভে পানির পুনর্ভরণ এবং ব্যবহার কমিয়ে এনে উহার নিম্নগামিতা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণের লক্ষ্যে নদী/নালা/খাল পুনঃখনন/সংস্কার এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ধরে রাখার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে জলাধার সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ পানির চাহিদা মিটাতে হবে। তাই ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই বিএডিসি, বিএমডিএ, কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভূগর্ভস্থ পানির সঠিক পরিমাণ জেনে পানি উত্তোলন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৭ এবং সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হ্রাসের একমাত্র উপায় হলো প্রকৌশলগত সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিএডিসি'র সেচ পাম্প পরিচালনা কার্যক্রমের উদ্বোধন

(১২পৃষ্ঠার পর)

এতে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে, অন্যদিকে এই এলাকার সেচ দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কারকৃত গণকূপটির কমান্ড এরিয়ার মধ্যে ১৫টি অগভীর নলকূপ চলতো। কিন্তু এ গণকূপটি চালু হওয়ায় অগভীর নলকূপগুলো বন্ধ থাকবে। সদর উপজেলার পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের উত্তরাশশী মৌজার কৃষক এমদাদুল সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বিএডিসি'র সেচের ফলে তাদের অনেক উপকার হবে, এলাকায় আগমী দিনে ফসল উৎপাদন বাড়বে। তথ্যমতে, সিংগীমারী খালটি মাজাপাড়ার সিংগীমারী বিল থেকে উৎপাত্তি হয়ে ঢাকাইয়া পাড়া, টেপুর ডাঙ্গা, চকপাড়া, পাটকামড়ীর মধ্য দিয়ে হাড়ুয়া স্লুইস গেটের কাছে খরখরিয়া নদীতে পতিত হয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে সিংগীমারী বিলের আশেপাশের ২৪০ হেক্টর জমিতে আমন ফসল উৎপাদন হতো না, এমনকি সঠিক সময়ে বোরো রোপণ ব্যহত হতো। রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ৩৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫ কি.মি খাল খননের ফলে জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। ফলে কৃষকরা এবার অতিরিক্ত ১,১০০ মেট্রিক টন আমন ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সঠিক সময়ে বোরো ধান রোপণ করতে পারবে। খালের মধ্যে পানি ধরে রেখে সেচ মৌসুমে সোলার পাম্প ও বিদ্যুৎ চালিত এল.এল.পি এর মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। খালের দুই পাড়ের ভাঙ্গন রোধে এবং বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ৫,০০০ টি তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে।

সংকলিত: দৈনিক পাঞ্জেরী
২৮/১১/২০১৯

বিএডিসির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে সুবর্নচর

গহীন বন কেটে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে খেটে খাওয়া মানুষেরা তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন নোয়াখালীর সুবর্নচর উপজেলা। মেঘনা তীর ঘেঁষে লবণ মাটিতে বসবাস এ উপজেলার অধিকাংশ মানুষের।

নোয়াখালীর সর্বশেষ উপজেলার আটটি ইউনিয়নের প্রায় সবগুলোই এক সময় নদী, নতুন নতুন চর এবং ঘন জঙ্গল কেটে গড়ে তোলা । এক সময় এটি নোয়াখালীর সদর উপজেলার সঙ্গে থাকলেও ২০০৬ থেকে পৃথক উপজেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নবগঠিত এ উপজেলার আয়ের উৎস কৃষি এবং মৎস্য আহরণ। এখানকার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের জীবিকা আসে কৃষি থেকে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহায়তার কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পেয়ে থাকে। পাশাশাশি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরও এ অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

এ অঞ্চলের কৃষকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ২০১৪ সালে সুবর্ণচর উপজেলা ১শ একর জমি নিয়ে কাজ শুরু করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। পরে এক বছরের মাথায় আরও ২৭ একর বৃদ্ধি করে। ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ নিয়ে কাজ শুরু করলেও লবণাক্ততার কারণে ডাল ও তৈল এর পাশাপাশি ধান, সূর্যমুখী, সয়াবিন, সরিষা, মুগ খেসারি নিয়ে কাজ করছে। সেই সঙ্গে মহিষ, ভেড়া, হাঁস, মুরগী এবং কবুতর নিয়েও কাজ করছে। নিজেদের উৎপাদনের পাশাপাশি উপজেলার কৃষকদের নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছে বিএডিসি।

সংকলিত: দৈনিক আমাদের অর্থনীতি
২৮/১০/২০১৯

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিএডিসি'র সেচ পাম্প পরিচালনা কার্যক্রমের উদ্বোধন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সেচ কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে। এর অংশ হিসেবে গত ২৪ নভেম্বর মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পাম্প চালু-বন্ধের আধুনিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

রংপুর অঞ্চলে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে সেচযন্ত্র চালু, বন্ধ ও মনিটরিং কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র আওতাধীন রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে এই মোবাইল অ্যাপটি প্রবর্তিত হয়েছে। চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এদিন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সংস্কারকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ গভীর নলকূপ এবং মোবাইল অ্যাপের উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, প্রধান প্রকৌশলী (সংরক্ষণ ও কারখানা) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান এবং প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকারসহ বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় থেকে আগত আমন্ত্রিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ। এরপর চেয়ারম্যান প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলার খোকশাবাড়ী ইউনিয়নে খননকৃত (৫ কি.মি) খালটি পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগী প্রায় ২০০ কৃষকের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তোষ প্রকোশ করেন এবং কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উপস্থিত উপকারভোগী কৃষদের অবহিত করেন।

উল্লেখ্য, বিএডিসি বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। 'রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে রংপুর বিভাগের রংপর, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার ২৮ টি উপজেলায়। নীলফামারী সদর উপজেলার গভীর নলকূপটি ১৯৭৫ সালে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেচকার্যে কৃষকের ব্যয় বৃদ্ধি পেত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ায় এই গণকূপটি ব্যবহারে কৃষকের অনীহা দেখা দেয় এবং পরবর্তিতে বেশ কয়েক বছর গণকূপটি বন্ধ ছিল। তাই এই প্রকল্পের আওতায় গণকূপটিতে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয় এবং ১০০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও এখানে লাইটিং এরিস্টেটর স্থাপন করা হয়েছে যাতে করে বজ্রপাতে সেচযন্ত্রের ক্ষতি না হয়। ফিতা পাইপ বহনের জন্য একটি ফিতা পাইপ হোল্ডার স্কিমে প্রদান করা হয়েছে যাতে করে কমান্ড এরিয়া ৪০ হেক্টর এর অধিক পরিমাণ ফসলি জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে ফসল উৎপাদনে কৃষকের ব্যয় অনেক কমে যাবে এবং অধিক জমিতে সেচ প্রদান করা যাবে ।

খোকশাবাড়ী ইউনিয়নের কৃষক মোঃ আলী আকবর জানান, আগে তাদের ফসলের ক্ষেতে সেচ দিতে অনেক টাকা খরচ হতো, কিন্তু বিএডিসি'র এই সেচ কার্যক্রমের ফলে তাদের ফসল উৎপাদন বাড়বে এবং খরচও কমবে। পূর্বে ডিজেলচালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ প্রদান করার ফলে একর প্রতি প্রায় ১১,০০০ টাকা খরচ হতো; কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ ও ১,০০০ মি. ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষকদের খরচ কমে ৩,০০০-৪,০০০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

(বাকী অংশ: ১১ পৃষ্ঠায়)

সবজি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে বিএডিসির সবজি ও মৎস্য হিমাগারের কার্যক্রম বৃদ্ধি

মোঃ হুমায়ুন কবির, উপপরিচালক (রপ্তানী) বিএডিসি, সবজি ও মৎস্য হিমাগার, বিমান বন্দর

পটভূমিঃ

বিএডিসি'র সাবেক কৃষি উন্নয়ন এস্টেট (ADE), কাশিমপুর এর কারিগরি সহযোগিতায় রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর পরামর্শ মোতাবেক আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা জেলার অধীন সাভার উপজেলার হেমায়েতপুরের পাঁচজন উদ্যোক্তাকে নিয়ে সর্বপ্রথম এদেশ থেকে শাক-সবজির রপ্তানি কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরবর্তীতে এ রপ্তানি কার্যক্রমের ভবিষ্যৎকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানীকারকদের সংখ্যা এবং রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। বর্তমানে রপ্তানিকারকদের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। শুরু থেকে অদ্যাবধি অনেক বৎসর অতিবাহিত হলেও রপ্তানি পণ্যের মান, মোড়কীকরণ আইটেম, পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন বিশ্বমানের থেকে অনেক দূরে হলেও বর্তমানে উন্নত হচ্ছে। বাংলাদেশ হতে টাটকা শাক-সবজি, ফল-মূল রপ্তানি কার্যক্রমে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের (Quality control/Quality assurance), এসবের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি (Post harvest technique/technology), শীতলীকরণ পরিবহন ব্যবস্থা (Cool chain transportation system), গ্রেডিং, প্যাকিং এবং প্রয়োজনে স্বল্পকালীন সংরক্ষণ সুবিধাদি দ্বারা বিএডিসি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ হিমাগার ১৯৮৪ সাল হতে স্বল্প পরিসরে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

হিমাগারের কার্যাবলি ঃ

হিমাগারটি চারটি কক্ষে বিভক্ত। প্রতিটি কক্ষের আয়তন ৭৫০০ বর্গফুট এবং ধারণক্ষমতা ৩০ মেট্রিক টন করে সর্বমোট ১২০ মেট্রিক টন। ৪টি কক্ষের মধ্যে একটি কক্ষ (+) তাপমাত্রার অর্থাৎ +২° সেঃ হতে +১২° সেঃ এবং আদ্রতা ৮০-৯৫% এখানে রপ্তানিযোগ্য শাক সবজি ও প্লাস তাপমাত্রায় কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করা

বিএডিসি'র হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর সবজি ও মৎস্য হিমাগার পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসির হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ সবজি ও মৎস্য হিমাগার পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও মাননীয় কৃষিসচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

হয়। অন্য তিনটি কক্ষ মাইনাস তাপমাত্রার অথ্যাৎ -১২° সেঃ হতে -২৫° সেঃ এবং আর্দ্রতা ৭০-৮০% এতে ফ্রোজেন সবজি, ফ্রোজেন কৃষিজাত পণ্য, ফ্রোজেন মাছ/মাংস সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারটি স্থাপনের শুরু থেকে বিএডিসি মূলতঃ কৃষি পণ্য উৎপাদক এবং রপ্তানীকারকদের মধ্যে সেতু বন্ধন (Forward and backward linkage) এর ভূমিকা পালন করে আসছে।

রপ্তানিকল্পে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের মান যাতে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হয় সে লক্ষ্যে (Product to market approach) এর নীতি অনুসরণ করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে কালীগঞ্জ উপজেলায় নাগরী ইউনিয়ন এবং গাজীপুর সদর উপজেলার পুবাইল ইউনিয়নে মোট ১৭টি সম্ভাবনাময় গ্রামকে নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে উলুখোলা শাক-সবজি ও ফল-মূল রপ্তানি পল্লী। আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে এ ধরণের একটি রপ্তানী পল্লীতে যে সকল অবকাঠামোগত এবং নির্ভরযোগ্য সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন, তা বর্ণিত পল্লীতে এখনও সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠেনি।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সামনে রেখে বর্ণিত রপ্তানী পল্লীটি স্থাপন করা হয়েছে ঃ-

ক) শাক সবজি ও ফলমূল রপ্তানির লক্ষ্যে মজবুত উৎপাদন ভিত্তি সৃষ্টি;

খ) রপ্তানিকারকদের চাহিদানুযায়ী রপ্তানি উপযোগী রপ্তানি পণ্য উৎপাদন;

গ) রপ্তানিকারদের চাহিদা মিটিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মানসম্পন্ন শাক্-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনপূর্বক স্থানীয় এবং পাইকারী বাজারে বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করে উৎপাদকদের আর্থ সামাজিক

উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা;

ঘ) রপ্তানি পল্লীতে অবহেলিত/স্বল্প প্রচলিত উদ্যান ফসলের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে রপ্তানীকারকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

ঙ) রপ্তানী পল্লীতে উদ্যোগী রপ্তানীকারক এবং উৎপাদকের সমন্বিত প্রয়াসে স্থানীয় পর্যায়ে Mini cold storage and packaging house স্থাপন, শীতলীকরণ পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি উপদেশ প্রদান এবং আগ্রহী করে তোলা;

চ) রপ্তানি পল্লীর উৎপাদকগণ যাতে সময়মত উন্নত জাত ও মানের বীজ ব্যবহার করতে পারে সে লক্ষ্যে নিজেরাই ভাল বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং যথাযথ সংরক্ষণ করতে পারে সে বিষয়ে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান এবং তত্ত্বাবধান করা;

ছ) রপ্তানি পল্লীর নির্বাচিত কৃষক ও রপ্তানিকারকদের যথাক্রমে মানসম্পন্ন শাক সবজি ও ফল-মূল উৎপাদন ও সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি, উৎপাদিত পণ্যের শীতলীকরণ পরিবহনসহ উন্নত গ্রেডিং/ প্যাকিং পদ্ধতি এবং সংরক্ষণ প্রযুক্তির উপর নিয়মিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান। শুরু থেকে বর্ণিত উদ্যেশ্যগুলিকে সামনে রেখে বিএডিসি উলুখোলা শাক সবজি ও ফল-মূল রপ্তানি পল্লীতে পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

হিমাগারের সংরক্ষিত রপ্তানি ও আমদানিকৃত পণ্যের ভাড়া নিম্নরুপঃ-

ক) পণ্য সংরক্ষণ ভাড়া ০৭ (সাত) দিন ও ১০ (দশ) টন পর্যন্ত প্রতি কেজি প্রতি দিন (২৪ ঘন্টা বা তার অংশ বিশেষ) এর জন্য ০.২০ (শূন্য দশমিক দুই শূন্য) টাকা।

খ) ০৭ (সাত) দিন ও ১০ (দশ) টনের উর্ধ্বে প্রতি কেজি প্রতি দিন (২৪ ঘন্টা বা তার অংশ বিশেষ) এর জন্য ০.১৭ (শূন্য দশমিক এক সাত) টাকা।

গ) হিমাগারের পণ্য সংরক্ষণের নূন্যতম ভাড়া ২০০.০০ (দুইশত) টাকা।

ঘ) পণ্য প্যাকেজিং/ গ্রেডিং ভাড়া প্রথম ০৩ (তিন) ঘন্টার জন্য ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা এবং পরবর্তী ০৩ (তিন) ঘন্টার জন্য ২০০.০০ (দুইশত) টাকা হারে প্রদেয়।

অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ১৯আগস্ট ২০১৯ তারিখে দেশের উৎপাদিত কৃষি পণ্য তাজা শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টিস এসোসিয়েশনের নেতৃত্বকারীদের নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএডিসি'র বিমানবন্দরস্থ হিমাগারের দুটি কুলিং রুম সম্প্রসারণ, প্যাকিং শেড নির্মাণ ও কুলিং পরিবহন ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। সে মোতাবেক হিমাগারের দুটি কুলিং রুম সম্প্রসারণের কাজ চলছে এবং রপ্তানিকারকদের চাহিদা মোতাবেক হিমাগার সংলগ্ন উন্মুক্ত জায়গায় প্যাকিং ও গ্রেডিং শেড নির্মাণ করা হয়েছে। হিমাগারের কুল চেইন বজায় রাখার জন্য দুটি

বিএডিসির হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরস্থ সবজি ও মৎস্য হিমাগারের নতুন প্যাকিং ও গ্রেডিং শেড পরিদর্শন করছেন সংস্থার মহা-ব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম

ফ্রিজিং ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে যার মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য শাক সবজি ও কৃষিপণ্য পরিবহন করা হচ্ছে।

ফলাফলঃ-

ফলে দেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বেড়ে যাবে। মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশের যাত্রায় ১৭ কোটি মানুষের চাহিদা পূরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য কৃষিখাত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। Horizontal জমি বাড়ার সুযোগ নেই। স্বল্প জায়গায় ফল-ফুল-সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে Vertical Expansion এর সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিরাপদ, পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। বিমানবন্দর হিমাগারের আওতায় চলমান কার্যক্রম দেশের ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনমান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

বিএডিসি'র দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ

বিএডিসি'র ২০১৯-২০ উৎপাদন বর্ষে দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহমূল্য গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সংস্থার ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটির সভায় সকল প্রকার দেশি পাট বীজের সংগ্রহমূল্য ১২৫ টাকা এবং সকল প্রকার তোষা পাট বীজের সংগ্রহমূল্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র" অর্জন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর অবসরপ্রাপ্ত আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, চুয়াডাঙ্গা জনাব সমীর রঞ্জন রাহুত স্কাউট আন্দোলনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সার্বিক উন্নয়নে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ব্যাঘ্র" অর্জন করেছেন।

বিএডিসি পরিবারের মেধাবী মুখ

আদ্রিতা জান্নাত অন্তু ২০১৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ছবিলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র সাধারণ পরিচর্যা বিভাগে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ আজম মিয়া এর কন্যা। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

দিনাজপুরের নশিপুর ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামারে আমন ধানবীজ ফসলের গ্রোআউট টেস্টের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর দিনাজপুরের নশিপুর ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামারে গত ২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে আমন ধানবীজ ফসলের গ্রোআউট টেস্টের মাঠ দিবস ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

আমন ধানবীজ ফসলের গ্রোআউট টেস্টের মাঠ দিবস ২০১৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নশিপুর ভিত্তি পাট বীজ খামারের যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ নূরনবী সরদার, মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব এসএম আলতাফ হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, হাবিপ্রবি'র অধ্যাপক ড. মামুনুর রশিদসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারসহ রংপুর বিভাগের বিএডিসি'র শতাধিক কর্মকর্তা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বিএডিসি কৃষকের মাঝে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করে থাকে। বিএডিসি'র বীজের প্রতি কৃষকের আস্থা রয়েছে। কৃষক যাতে অন্য বীজ ব্যবহারে প্রতারিত না হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। বীজের পাশাপাশি গুণগত মানের সার সরবরাহ ও সঠিক সেচ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখবেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্মিলিতভাবে কাজ করলে কৃষকের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটবে। সভাপতির বক্তব্যে সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ বলেন, বিএডিসি'র বীজ ব্যবহারে চাষীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ্রোআউট টেস্টের উদ্দেশ্য হলো সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ, প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের জাত বিশুদ্ধতা মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বীজমান নিয়ন্ত্রণ ও বীজের জাত বিশুদ্ধতার পরীক্ষা কৌশল।

শোক সংবাদ

- নির্মাণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা দপ্তরের পিআরএল ভোগরত ভিটিএ জনাব আয়াত উল্লাহ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)
- সহকারী প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, জামালপুর জোন দপ্তরে কর্মরত সহকারী মেকানিক শফিকুল ইসলাম গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)
- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বিএডিসি গাইবান্ধা (ক্ষুদ্রসেচ) রিজিয়নের প্রাক্তন অফিস সহকারী জনাব আফজান হোসেন গত ১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

মাঘ মাস

বোরো ধানঃ

বোরো ধান রোপণের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরুপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮, ব্রিধান-২৯, ব্রিধান-৪৫, ব্রিধান-৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গমঃ

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজনবোধে সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

আলুঃ

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছান্ন আবহাওয়া আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সবজিঃ

শীতকালীন শাক-সবজির যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশী হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপন এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগলে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাসে বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছান্ন ও কুয়াশাচ্ছান্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়মমাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে।

আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিষ্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ শুরু করা যায়।
এমাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরুপে তৈরি করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

'বি-এডিসি'র বীজ বপন করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

ডিএপি সারের মূল্য ২৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা-কে বিএডিসি পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের স্বার্থে ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমাতে ডিএপি (ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট) সারের দাম প্রতি কেজিতে ৯ টাকা কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করেছে। কৃষকের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ডিএপি সারের মূল্য কেজি প্রতি ৯ টাকা কমানো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

ডিএপি সারের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কৃষকের ইউরিয়া সারের সাশ্রয় হবে শতকরা ৪০ ভাগ যা টাকার হিসেবে প্রায় ৭ টাকা। ফলে ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকের প্রকৃত সাশ্রয় হবে কেজি প্রতি ১৬ টাকা। এতে কৃষকের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে এবং কৃষক লাভবান হবেন। ডিএপি সারে টিএসপি ও ইউরিয়া এ'দুটি সারের গুণাগুণ থাকে বলে এতে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমবে।

উল্লেখ্য ১৪ জানুয়ারি ২০০৯ সালের পূর্বে ডিএপি সারের প্রতি কেজির দাম ছিল ৯০ টাকা। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর কয়েক দফায় ডিএপি সারের মূল্য কমিয়ে প্রতি কেজি ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিএপি সারের দাম ৯ টাকা কমিয়ে ডিলার পর্যায়ে প্রতি কেজি ১৪ টাকা ও কৃষক পর্যায়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় জি-টু-জি পদ্ধতিতে সৌদি আরব ও মরক্কো হতে ডিএপি সার আমদানি করে। আমদানিকৃত সার বিএডিসি'র নিবন্ধিত সার ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিকট হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করা হয়।

সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ এবং কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, টেকসই, উন্নত ও যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে "গ্রাম হবে শহর" এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিএপি সারের মূল্য ২৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ অন্যতম এক পদক্ষেপ। দেশের প্রতিটি মানুষের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" গড়ার পথে এই উদ্যোগ অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ডিএপি সারের মূল্য ২৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করায় বিএডিসি পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন জননেত্রী **শেখ হাসিনা** ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী **ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক** এমপি কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি'র সেচ ভবন চত্বরে "সেচ ও কৃষিযন্ত্রপাতি মেলা" উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এসময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের সহকারী প্রকৌশলী ও তদুর্ধ্ব প্রকৌশলীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন শেষে ফটোসেশনে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

নেপালে অনুষ্ঠিত ১৩ম সাউথ এশিয়ান গেমস্ ২০১৯ এ খো খো দলীয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করায় যুগ্মপরিচালক (সার), যশোর দপ্তরে কর্মরত সহকারী ক্যাশিয়ার জনাব হাবিবা সিদ্দিকাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র রংপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে কর্মরত ট্রাক সহকারী জনাব ফারুক হোসেনকে শিক্ষা প্রসারে অবদান রাখায় ২০১৯ সালের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহে সারা দেশে শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী হিসেবে পদক প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সেচ ভবন চত্বরে কৃষক কর্তৃক সরাসরি বাজারজাতকৃত নিরাপদ সবজির হাট 'কৃষকের বাজার' উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। ছবিতে কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

চিত্রে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালিতে বিএডিসি'র অংশগ্রহণ

স্টলে প্রদর্শিত ডাগওয়েলের মাধ্যমে সবজি চাষ প্রযুক্তির মডেল

স্টলে প্রদর্শিত সীড ড্রায়ার মেশিন

স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার ধানবীজ

স্টলে প্রদর্শিত সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার মেশিন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।